‘সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ’- প্রশিক্ষণ পর্বের সমাপনী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭, নৌবাহিনী সদরদপ্তর, বনানী, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় ক্ষুদে সাঁতারুবৃন্দ,

এবং সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

‘সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ’ শীর্ষক সুইমার ট্যালেন্ট হান্ট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদে সাঁতারুসহ উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে।

আজ আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী। আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তরুণ সমাজকে অনাচার, অবিচার এবং কূপমন্ডূকতার অন্ধকার ভেদ করে সামনে এগিয়ে যেতে এবং অজেয়কে জয় করতে তিনি পথ দেখিয়েছেন।

আমাদের প্রিয় নদীমাতৃক এ দেশে অন্যান্য খেলাধুলার পাশাপাশি সাঁতার একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাঁতার খেলাটিও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। তারই নিদর্শন আজকের এ প্রতিযোগিতায় ক্ষুদে সাঁতারুদের মেধার প্রতিফলন।

সুধিমন্ডলী,

দেশে প্রথমবারের মত আয়োজিত ‘সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ’ শীর্ষক সুইমার ট্যালেন্ট হান্ট-এ নতুন প্রজন্মের দক্ষ সাঁতারুদের সমাবেশ ঘটেছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাঁতারুরা অংশগ্রহণ করে পদক নিয়ে আসছেন এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন। সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত ১২তম এস এ গেমস-এ মাহফুজা খাতুন সাঁতারে মহিলাদের ১০০ মিটার ও ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ২টি স্বর্ণ পদক জিতেছেন। এছাড়াও এই গেমস-এ আরও মোট ১৭টি পদক অর্জন করে আমাদের খেলোয়াড়রা বিদেশের মাটিতে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

গত বছর অক্টোবর মাসে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত South Asian Aquatics Championship এ আমাদের সাঁতারুরা ২টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্যসহ ৯টি পদক পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ক্রীড়ার উন্নয়নে আমরা বদ্ধপরিকর। স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা আন্তর্জাতিকমানের রোল বল স্টেডিয়াম ‘শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স’ নির্মাণ করেছি। আমরা সফলভাবে ৪র্থ রোল বল বিশ্বকাপ আয়োজন করেছি।

প্রিয় ক্ষুদে সাঁতারুবৃন্দ,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশকে সকলক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন দেশের সোনার ছেলেমেয়েরা একদিন বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। জাতির পিতার সে স্বপ্ন আজ তোমারাই পূরণ করবে।

বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলা কেটেছে মধুমতি নদী বিধৌত টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। ছোটবেলায় মা-বাবা তাঁকে ‘খোকা’ বলে ডাকতেন। তিনি নদীতে সাঁতার কাটতেন, মাছ ধরতেন। ফুটবল খেলার প্রতি তাঁর বেশ ঝোঁক ছিল। গ্রামের মাঠে-ময়দানে দলবেধে ফুটবল খেলতেন।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জের একটি স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কেউ কোন সমস্যার কথা বললেন না। স্কুল পরিদর্শন করে অতিথিরা বিদায় নিবেন, এমন সময় পুলিশ-বেষ্টনি ভেদ করে একটি ছেলে শেরে বাংলার পথ

রোধ করে দাঁড়ালো। ছেলেটি বলল, ''আপনাকে যেতে দেব না। আমাদের হোস্টেল করে দিতে হবে। আমাদের পাঠাগার করে দিতে হবে। আমাদের পাঠাগারে বই নেই, খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই-এসব করে দিতে হবে।'' সেই ছেলেটি কে, তোমরা জান?

সেই ছেলেটি বড় হয়ে এ দেশের মানুষের দাবী নিয়ে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি শিশুশিক্ষা জাতীয়করণ করেন। সংবিধানে ২৮(৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন। শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করেন। শিশু উন্নয়নের প্রস্তাব ও শিশু সংগঠনের নীতিমালা তৈরি করেন। প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণকালে বাংলাদেশের শিশুদের আকাঁ ছবি নিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্টকে উপহার দেন।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বিশ্বের কাছে অনুসরণীয় একটি মডেল। ইতোপূর্বে আমরা আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ, এশিয়ান কাপ, সাফ গেমস, আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ও বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবলসহ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন করেছি। যা দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

আমরা দেশের সকল উপজেলায় স্টেডিয়াম স্থাপনসহ জেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম উন্নয়ন ও সংস্কার করছি। এছাড়া বিভাগীয় শহরগুলোতে সুইমিংপুল নির্মাণসহ বিশেষায়িত ও আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করে বিভিন্ন গেমস-এ তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সকল ক্রীড়া ফেডারেশন এবং জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিয়ে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বরাদ্দকে আমি কখনই ব্যয় মনে করি না। কারণ মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই ক্রীড়াঙ্গনে বরাদ্দকে আমি সব সময় বিনিয়োগ মনে করি।

'সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ' শীর্ষক সুইমার ট্যালেন্ট হান্ট কর্মসূচির মাধ্যমে ৬৪টি জেলা থেকে, বিভিন্ন ধাপে বাছাই পর্বের মাধ্যমে সর্বশেষ ৬০ জন সাঁতারু বাছাই করা হয়েছে। এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি, কোচ এবং অফিসিয়ালদের ধন্যবাদ জানাই ।

আজকের এ অনুষ্ঠানে সারা বাংলাদেশ থেকে বাছাই করা সাঁতারুদের পক্ষ হতে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। আমি আশা করব, বাছাইকৃত এ ক্ষুদে সাঁতারুরা যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানের সাঁতারু হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করবে। এক্ষেত্রে আমরা তোমাদের সবার্তমক সহযোগিতা করব।

ক্রীড়ার প্রতি ভালোবাসা থাকলে কোন বাধাই তার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তারই উজ্জ্বলতম নিদর্শন শারীরিকভাবে সীমাবদ্ধ সাঁতারুদের দুর্বার সাঁতার। তারা এটাই প্রমাণ করেছে যে, মনের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য স্থির থাকলে কোন প্রতিকূলতাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সত্যিকার এ প্রতিভাবানরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবে -এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমার প্রাণপ্রিয় ক্ষুদে সাঁতারুরা, তোমাদের পথচলা এখান থেকেই শুরু। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্য পেতে হলে মনযোগ সহকারে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্য স্থির থাকলে এবং অনুশীলনে একাগ্রতা থাকলে, যে কোন পর্যায় থেকে সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা প্রতিভাবান, কিন্তু যথাযথ লালন এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেসব প্রতিভা অকালেই ঝরে যায়। এছাড়া নিভৃত পল্লীতে অনেক প্রতিভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের খুঁজে বের করে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তারা দেশের সম্পদে পরিণত হবে। ক্রীড়া সংগঠক এবং সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংগঠনগুলোকে অনুরোধ আপনারা এসব ক্ষুদে প্রতিভাকে অকালে ঝরে পড়তে দিবেন না। এদের পরিচর্যা করুন। দেখবেন একদিন এরাই দেশের জন্য পদক নিয়ে আসছে।

আমি আশা করি, আমাদের ক্ষুদে সাঁতারুরা কিঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের পতাকাকে আরও গৌরবোজ্জ্বল করবে। এ কামনায় এখানেই শেষ করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...